যুগান্তর

তারিখ 15 NOV 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

ঢাবি শিক্ষকরা প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দিতে পারলেন না

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি পেশ করতে পারেননি। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দু'শতাধিক শিক্ষক স্মারকলিপি প্রদান করতে এলে হকি স্টেডিয়ামে তাদের আটকে দেয় পুলিশ। এখানে এক ঘণ্টার বেশি সময় শিক্ষকরা অপেক্ষা করে স্মারকলিপি দিতে না পেরে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যান। পরে শিক্ষকরা এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

সোমবার অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে শিক্ষকরা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জড়ো হন। বেলা সোয়া ১১টায় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শরীফউল্লাহ ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষকরা মিছিল নিয়ে বঙ্গভবনের উদ্দেশে অগ্রসর হন। মিছিলটি দোয়েল চত্বর, হাইকোর্ট মাজার, জাতীয় প্রেস ক্লাব, পল্টন হয়ে হকি স্টেডিয়ামের সামনে পৌঁছলে পুলিশ আটকে দেয়। এসময় শিক্ষকরা বঙ্গভবনের সামনে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু পুলিশের সাফ বক্তব্য, চারজন শিক্ষক প্রতিনিধিকে গিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করতে হবে। পরে শিক্ষকরা বঙ্গভবনের পক্ষে কোন প্রতিনিধিকে স্মারকলিপি গ্রহণের কথা জানান। পুলিশ এ বিষয়ে সময় চায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তা জানান, শিক্ষকদের [illegible] প্রতিনিধি ছাড়া কেউ যেতে পারবেন না। এসময় শিক্ষকরা জনৈক পুলিশ কর্মকর্তাকে স্মারকলিপি গ্রহণের প্রস্তাব দেন। কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা স্মারকলিপি গ্রহণ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। পরে শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ হয়ে স্মারকলিপি না দিয়েই ফিরে যান। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাবেক [illegible] আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. মোঃ শাজাহান মিয়া, অধ্যাপক ড. এম মতিউর রহমান, আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ প্রমুখ।

প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

শিক্ষক সমিতির স্মারকলিপি গ্রহণ না করায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ। বিকালে সমিতি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আখতারুজ্জামান বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন শিক্ষক ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার এই আচরণ শিক্ষকদের চরমভাবে মর্মাহত ও ব্যথিত করেছে। তিনি বলেন, চলমান গণদাবি মেনে নিয়ে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে স্মারকলিপি প্রদান করতে গিয়েছিল। কিন্তু স্মারকলিপি গ্রহণ না করে প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষকদের হতাশ করেছেন। এটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কেননা প্রধান উপদেষ্টা এ সমিতিরই সভাপতি ছিলেন।

সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শরীফুল্লাহ ভূঁইয়া বলেন, এক ঘণ্টার বেশি সময় শিক্ষকরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকেও স্মারকলিপি দিতে না পারার ঘটনা অনাকাঙ্ক্ষিত। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক সমাজকে অপমানিত করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বঙ্গভবনে যে অস্বাভাবিকতা ঘটছে তারই বহিঃপ্রকাশ এ ঘটনা।

চারজন প্রতিনিধি গিয়ে স্মারকলিপি পেশ করতে না যাওয়া সম্পর্কে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী বলেন, এতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু শিক্ষকদের প্রত্যাশা ছিল একজন শিক্ষক হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা শিক্ষকদের সম্মানিত করবেন। অতীতে অনেকবার শিক্ষকরা গিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছেন। কিন্তু উদ্ভূত ঘটনা শিক্ষকদের চরমভাবে মর্মাহত করেছে। সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিম, অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত, ওয়াহিদুজ্জামান চান, গোলাম রব্বানী, দুলাল ভৌমিক ও সাইফুল ইসলাম খান উপস্থিত ছিলেন।